মুসলিম ইবনে আকীল (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ

এদিকে ইবনে যিয়াদ গভর্ণর হাউজের বাহিরে শান্ত পরিবেশ অনুভব করে সৈন্যদের দ্বারা বাহিরের পরিস্থিতির খোঁজ-খবর নিল। সৈন্যরা তাকে জানাল, পরিস্থিতি একেবারে শান্ত। তখন সে গভর্ণর হাউজ থেকে বের হয়ে এসে মসজিদের মিম্বারে আরোহণ করল এবং তার আপন লোকদের খুব কাছাকাছি বসিয়ে সকলকে মসজিদে একত্রিত হওয়ার জন্য নির্দেশ জারী করল। কিছুক্ষণের ভিতর লোকে আবার মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইবনে যিয়াদ তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলল –

'নির্বোধ বোকা আকীল! সে শুধু সমস্যাই সৃষ্টি করতে পারে। তোমরা সকলেই দেখেছ যে, সে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করেছে। এখনও হয়ত সে সেই চেষ্টাতেই সময় নষ্ট করছে। আমি ঘোষণা করছি, তাকে যার বাড়ীতে পাওয়া যাবে, তার কপালে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লেখা আছে। অপর দিকে যে পারবে তাকে আমার হাতে তুলে দিতে, তার জন্য অপেক্ষা করছে অভাবনীয় পুরস্কার। আমি আশা করব , তোমরা পুরস্কার হাসিলের জন্যই চেষ্টা করবে। তবে পৈত্রিক জান খোয়ানোর বাসনা যদি কারো হয়, সে ভিন্ন কথা।'

অপর দিকে ইবনে যিয়াদ তার সেনাবাহিনী প্রধানের উপর নির্দেশ জারী করল যে, 'শহরের প্রতিটি গলির মুখে সৈন্যদের কঠোর পাহারার ব্যবস্থা কর, শহরের একটি প্রাণীও যেন বাহিরে যেতে না পারে এবং প্রত্যেকের বাড়ী ঘর তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালাও, যেভাবেই হোক মুসলিম ইবনে আকীলকে আমি চাই।'

ইবনে যিয়াদের নির্দেশ মুতাবেক সেনাবাহিনী প্রধান শহরের প্রত্যেক গলির মুখে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে দিল এবং শহরের একদিক থেকে তল্লাশীর কাজ আরম্ভ করে দিল। বৃদ্ধার ছেলে (বিলাল) চিন্তা করল যে,

মুসলিমের খোঁজে সরকারী লোক শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘরে আসবেই। অনিবার্য কারণেই তখন তিনি ধরা পড়ে যাবেন। সেই সাথে তাঁকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে আমাদের জান নিয়ে টানা-টানি পড়ে যাবে। অন্য দিকে তাঁর সন্ধান ইবনে যিয়াদকে জানাতে পারলে বড় ধরণের কোন পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সে মায়ের অজান্তেই আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছকে মুসলিম ইবনে আকীলের অবস্থান জানিয়ে দিল। আর আব্দুর রহমান তার পিতার মাধ্যমে ইবনে যিয়াদ পর্যন্ত এ খবর পৌছে দিল। ইবনে যিয়াদ তখনি মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছের নেতৃত্বে সত্তরজনের একটি সেনাদল পাঠিয়ে দিল বৃদ্ধার বাড়ী অভিমুখে।

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সত্তরজনের এ বাহিনীটি অতর্কিতে অস্ত্রহীন, ক্ষুধাকাতর, অসহায় মুসলিমের উপর হামলা করে বসল। এতদসত্বেও মুসলিম তাদের হাতে আত্মসমর্পন না করে ঈমানী শক্তির জোরে বীর বিক্রমে তরবারী চালাতে চালাতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। একাই তাদের ঘরের দরজা থেকে বাহিরে হটিয়ে দিতে সক্ষম হলেন। তরবারীর আঘাতে অনেককে ক্ষত বিক্ষত করে আহতও করে দিলেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে তারা ঘরের ছাদের উপর উঠে মুসলিমকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে লাগল এবং ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। তবু মুসলিম ইবনে আকীল তাদের সকল পরিকল্পনা ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে মুকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ মুসলিমের নিকটবর্তী হয়ে বলল–

'হে আল্লাহ'র বান্দা! আমি আপনার জীবনের নিরাপত্তা ঘোষণা করছি, অযথা আপনি আপনার মূল্যবান জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবেন না। আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করছি, আপনাকে কেউ হত্যা করবে না। আপনি আমার নিকট আত্মসমর্পন করুন।'

সত্তরজনের সাথে একাই মুকাবিলা করে মুসলিম ইবনে আকীল আহত ও পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একটি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মাটির উপর বসে গেলেন এবং তাদের কথার উপর বিশ্বাস করে আত্মসমর্পন করলেন। তারা মুসলিম ইবনে আকীলকে একটি সওয়ারীর উপর আরোহন করিয়ে তার

হাত থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিল। মুসলিম 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'তোমরা তো আমাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। আর এখন আমার হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করছ!

মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ বলল– 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনার সাথে কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হবে না।' মুসলিম ইবনে আকীল বললেন– 'আমি জানি এ গুলো বলা শুধু আমাকে শান্তনা দেয়ার জন্য। আমার ব্যাপারে ফয়সালা করার অধিকার তোমাদের হাতে নেই।' তিনি কথা বলছিলেন আর তার দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

এ দৃশ্য দেখে একজন বলে উঠল– 'হে মুসলিম! আপনি যে পথে আছেন, এ পথে পরাজিত হলেও তো কাঁদার কোন কারণ নেই। তাহলে আপনি কাঁদ্ছেন কেন?' প্রতি উত্তরে ইবনে আকীল বললেন– 'আমি আমার জীবন খোয়াব এই ভয়ে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'ও তাঁর পরিবার পরিজনের মহামূল্যবান জীবনের জন্য। ইতিপূর্বে আমি তাঁর নামে যে পত্র দিয়েছি, তা পাঠ করে তিনি হয়ত ইতিমধ্যে কূফার পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন। আমি এখানের অনুকূল অবস্থার কথা জানিয়ে তাঁকে তাশরিফ আনার কথা লিখেছিলাম। এখন যদি তিনি এখানে পরিবার সহ আগমন করেন তবে তাঁরাও আমার মত তোমাদের নির্যাতনের শিকার হবেন। আর এ অসহ্য অত্যাচার তাদের উপরও চালানো হবে।

অতঃপর তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছকে বললেন– 'তুমি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, কিন্তু আমার যতদুর মনে হয় যে, তুমি তোমার অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারবে না। কারণ আমাকে নিরাপত্তা দেয়ার মত ক্ষমতা বা অধিকার কোনটাই তোমার নেই। সঙ্গত কারণেই তোমার কথা কেউ শুনবে না। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে হত্যা করবেই। জীবন সায়াহ্নে আমি তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। তুমি বিশ্বস্ততার সাথেই তা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। কালক্ষেপন না করে তোমার বিশ্বস্ত একজন লোককে হযরত হুসাইনের নিকট সংবাদ দিয়ে পাঠাও যে, তিনি যেন এখানে না আসেন। পথে থাকলে সেখান থেকেই যেন মক্কায় ফিরে যান। কূফাবাসীর প্রেরিত চিঠি যেন তাঁকে ধোঁকায় না ফেলে। তারা বিশ্বাস ভংগ করেছে। তাঁর

পিতা হযরত আলী 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' যাদের ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তাদের মৃত্যুর আকাংখা পোষণ করেছিলেন, সে আকাংখা যে যথার্থ তার প্রমাণ তারা আবারও দিয়েছে।'

মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ শপথ করে বলল– 'আমি আপনার অন্তরের আকাংখা অবশ্যই পূরণ করব ।' পরে সে তার অঙ্গীকার অনুযায়ী হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট একজন লোক পাঠাল কূফার বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি জানিয়ে এবং পরামর্শ দিল যে, তিনি যেন কূফায় না এসে মক্কায় ফিরে যান।

মুহাম্মাদ ইবনে আশআ'ছের পত্র যখন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হাতে পৌছল, তখন তিনি কূফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে 'জুবালা' নামক স্থানে এসে তাবু ফেলেছেন। কূফার বিস্তারিত সংবাদ সম্পর্কে অবগত হয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'খোদার নির্ধারিত ভাগ্যকে খণ্ডানোর ক্ষমতা বা শক্তি কি কারো আছে? অতএব....

তাই বর্তমানে আমার একমাত্র ভরসা আল্লাহ তা'আলা। তাঁর কাছেই শুধু আমার জীবনের প্রতিদান চাব এবং কূফাবাসীর এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জন্য আল্লাহ'র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব , অন্য কারো কাছে নয়।'

মোটকথা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' পত্র প্রাপ্তির পর ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। এদিকে মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ মুসলিম ইবনে আকীলকে নিয়ে গভর্ণর হাউজে উপস্থিত হল। মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ মুসলিমের জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছে, একথা শুনে ইবনে যিয়াদ ভীষণ রেগে গিয়ে বলল– 'আমি তোমাকে তার জীবনের নিরাপত্ত্বা দেয়ার মত ক্ষমতা দিয়ে পাঠাইনি, তাকে শুধু গ্রেফতার করে আনার জন্য তোমাকে প্রেরণ করেছিলাম, তুমি তাকে নিরাপত্ত্বা দেয়ার কে?' ইবনে যিয়াদের সামনে মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ আর কোন প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। মুসলিমের হয়ে একটি কথাও বলতে পারল না। নিশ্চুপ বসে রইল।

অতঃপর ইবনে যিয়াদ মুসলিম ইবনে আকীলকে হত্যা করার নির্দেশ

দিল। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনার পর মুসলিম ইবনে আকীল কিছু অছিয়ত করার সুযোগ প্রার্থনা করলেন। ইবনে যিয়াদ তাঁকে এ সুযোগটুকু প্রদান করল। হযরত মুসলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উমর ইবনে সা'আদকে সম্বোধন করে বললেন– 'আপনি আমার আত্মীয় বিধায় শুধু আপনার সাথে নির্জনে কিছু কথা বলতে চাই। উমর ইবনে সা'আদ প্রথমে দ্বিধা করছিলেন, ইবনে যিয়াদ তাকে কথা বলার অনুমতি দিলে মুসলিম ইবনে আকীল তাকে নিয়ে একটি নির্জন স্থানে গিয়ে বললেন–

'কূফার অমুক ব্যক্তি আমার নিকট 'সাতশত' দিরহাম পাবে, আমার পক্ষ থেকে আপনি সেগুলো পরিশোধ করে দিবেন। এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে কূফায় আসতে বারণ করবেন।'

উমর ইবনে সা'আদ ইবনে যিয়াদের নিকট মুসলিম ইবনে আকীলের অছিয়ত পূর্ণ করার অনুমতি চাইলে ইবনে যিয়াদ বলল– 'নিশ্চয়ই! বিশ্বস্ত ব্যক্তি কখনও তার অঙ্গীকার ভংগ করতে পারে না। তুমি তার ঋণ পরিশোধ করে দাও। আর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ব্যাপার! যদি তিনি আমাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য না আসেন, তাহলে আমরা তাঁকে হটানোর চেষ্টা করব না। আর যদি তিনি এসেই পড়েন, তবে অগত্যা আমাদের তাঁকে প্রতিরোধ করার জন্য পদক্ষেপ নিতেই হবে।'

অতঃপর ইবনে যিয়াদ মুসলিম ইবনে আকীলকে উদ্দেশ্য করে বলল– 'ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র ইয়াযীদকে খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, এক ইমামের নেতৃত্বে অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে, কোথাও কোন বিশৃংখলার চিহ্ন মাত্র নেই। আর আপনারা মুষ্টিময় কয়েকজন লোক অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রের সর্বত্র বিশৃংখলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করে বেড়াচ্ছেন।'

মুসলিম ইবনে আকীল বললেন– 'প্রকৃত ঘটনা ঠিক এর বিপরীত। স্বীকৃত কোন পন্থায় ইয়াযীদ খলীফার মসনদে বসেনি, তদুপরি আমরা তার মাঝে খেলাফত চালানোর মত যোগ্যতার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করছি। সত্যকথা হল, কূফার অধিকাংশ জনগণ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে এখানকার নেতৃত্ব নেয়ার জন্য শত শত চিঠি ও অসংখ্য প্রতিনিধি দল

পাঠানোর প্রেক্ষিতেই আমি এখানে পরিস্থিতি যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এসেছি। এখানে আসার পর হযরত হুসাইনের নামে কূফাবাসীর থেকে বাই'আত নেয়া শুরু করি।'

মুসলিম ইবনে আকীলের কথায় ইবনে যিয়াদের রাগ চরমে পৌঁছে গেল এবং মুসলিমের মাথা দেহ থেকে পৃথক করে গভর্ণর হাউজের ছাদ থেকে নীচে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল। ইবনে যিয়াদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হল। গভর্ণর হাউজের ছাদ থেকে তাঁর শির মোবারক নীচে নিক্ষেপ করা হল। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও মুসলিম ইবনে আকীলের ঠোঁট জোড়া আল্লাহ'র স্মরণে তাছবীহ তাহলীলে ব্যস্ত ছিল।

'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'

মুসলিম ইবনে আকীলের পর হানী ইবনে উরওয়াহকেও হত্যা করার সিদ্ধান্ত হল এবং তাকে কূফা বাজারে নিয়ে সর্ব সাধারণের সামনে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হল। মুসলিম ইবনে আকীল এবং হানী ইবনে উরওয়াহকে হত্যা করার পর ইবনে যিয়াদ তাদের উভয়ের শির ইয়াযীদের নিকট পাঠিয়ে দিল। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদের কাজে খুশি হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দিল–

'আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইরাকের নিকট পৌছে গেছেন। তাই কূফা নগরীর আশপাশে সর্বত্র গুপ্তচর বাহিনীর মাধ্যমে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের উপর তীক্ষ্ন নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। যার ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, সে হযরত হুসাইনের সহযোগিতা করছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে কয়েদখানায় পুরে রাখ। কারও সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা আপাততঃ আমার নেই। যদি কেউ স্বেচ্ছায় সংঘর্ষ বাধানোর চেষ্টা করে, তবে আমাদের আর সংঘর্ষ ভিন্ন কোন উপায় থাকবে না।'(১)

(১) আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড ৩ , পৃষ্ঠা - ২৭৩-২৭৫
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠ - ১৫৫-১৫৮
তারীখে তাবরী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা - ২৭৯-২৮৬
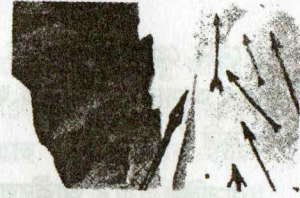
কূফার পথে হযরত হুসাইন (রাঃ)

মুসলিম ইবনে আকীল যখন হযরত হুসাইনের নিকট খবর পাঠালেন যে- 'ইতিমধ্যে আঠারো হাজার মুসলমান আপনার নামে আমার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছে। তারা এখন আপনার আগমন প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। আপনার নেতৃত্ব গ্রহণের আশায় অপেক্ষমান। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আপনার অনুকূলে। অতএব বিলম্ব না করে এখানে তাশরীফ আনতে পারেন।' তখন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' কূফা যাত্রার জন্য মনস্থীর করে ফেললেন, এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করলেন। একমাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ব্যতীত সকলেই হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে কূফায় না যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বললেন- 'কূফাবাসী বিশ্বাসঘাতক, সুযোগ সন্ধানী, তাদের কোন অঙ্গীকার বা বাইয়া'তের উপর বিশ্বাস করলে ধোকায় পড়তে হবে। আমরা জেনে শুনে আপনাকে এত বড় বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।

কূফা যাত্রার সংবাদ শুনে হযরত উমর ইবনে আব্দুর রহমান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে আসেন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন- 'আপনি এমন এক জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, যাদের শাসনকর্তা এখনও বিদ্যমান এবং তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে। সাধারণ মানুষ তো অর্থের স্রোতে ভেসে চলতেই অভ্যস্ত। দিনার-দিরহামের তারা পূজা করে। আমার আশংকা হচ্ছে, যারা আপনার নেতৃত্ব গ্রহণের আশায় অপেক্ষা করছে, তারাই আবার আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরে। তাদের অন্তরে আপনার ভালবাসা আছে সত্য, তদুপরি যুদ্ধের ময়দানে প্রকাশ্যে ইয়াযীদের বিরোধিতা করার মত সাহস হয়ত তাদের থাকবে না। আজ যারা আপনার অনুকূলে কথা বলছে, আগামীকাল হয়ত তারাই আবার আপনার বিরোধিতায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই আপনার কাছে সুবিনীত আব্দার- 'এই পরিস্থিতিতে আপনি কূফায় না গিয়ে মক্কাতেই অবস্থান করুন।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এ সংবাদ শুনে অস্থির হয়ে ছুটে এসে বললেন- 'শুনলাম আপনি কূফায় যাচ্ছেন! সত্যিই কি তাই?'

উত্তরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন- 'আপনি ঠিকই শুনেছেন। আজ বা আগামীকালের মধ্যে আমি কূফার পথে যাত্রা করব স্থীর করেছি।'

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন- 'খোদার শপথ! আপনি একটু ভেবে দেখুন! যাদের নেতৃত্ব আপনি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। তারা কি ক্ষমতাসীন গভর্ণরকে হটিয়ে শহরে নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে? পারেনি। পেরেছে কি তারা শত্রু-শক্তিকে পরাস্ত করে তাদের শহর থেকে বের করে দিতে? তাও পারেনি। সেখানে এখনো ইয়াযীদের মনোনীত গভর্ণরই শাসন কার্য পরিচালনা করছে। শহর এখনো আপনার শত্রুদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এমন অবস্থায় আপনার কূফায় গমন, নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই নামান্তর হবে। আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে, কূফাবাসী শেষ পর্যন্ত আপনাকে ধোঁকা দিতে পারে। শত্রুপক্ষের শক্তির পাল্লা ভারী দেখলে তারা আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিতে দ্বিধা করবে না।'

এর জবাবে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন- 'ঠিক আছে আমি 'ইস্তিখারা' করে দেখব। তারপর যা ভাল মনে হয় তাই করব।'

দ্বিতীয় দিন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' কূফাভিমুখে যাত্রা করলে পুনরায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ছুটে এসে বললেন- 'ভ্রাতা! আমি নীরব থাকতেই চেয়ে ছিলাম, কিন্তু আপনাকে অনিবার্য মৃত্যুর পথে অগ্রসর হতে দেখে স্থীর থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। ইরাকবাসী কথার মর্যাদা দিতে জানে না। বিশ্বাস ভঙ্গ করায় তারা অভ্যস্ত। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনার সেখানে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। আপনি মক্কাতেই অবস্থান করুন। এখানে আপনার চেয়ে সম্মানী ও মর্যাদার অধিকারী আর কে আছে? সত্যিই যদি কূফাবাসী অন্তর থেকে নেতা হিসাবে আপনাকে চেয়ে থাকে। তবে আপনি তাদের লিখে জানিয়ে দিন- 'প্রথমে তোমরা ক্ষমতাসীনদের হটিয়ে শহরে তোমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কর। তারপর আমাকে জানাও, আমি আসব। আর একান্তই যদি মক্কা

ছেড়ে চলে যেতে চান। তবে কূফায় না গিয়ে ইয়ামানে চলে যান। সেখানে প্রাচীর ঘেরা মজবূত কিল্লা, বিস্তৃত জায়গা এবং দুর্ভেদ্য পর্বতমালার পাশাপাশি আপনার পিতার প্রচুর অনুরাগী রয়েছে। সেখানে শত্রুদের নাগালের বাইরে থেকে যোগাযোগের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে আপনি সত্য প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারবেন।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উত্তরে বললেন- 'ইবনে আব্বাস! আমি জানি তোমরা আমার কল্যাণ চাও, আমার মঙ্গল কামনা কর। কিন্তু পূর্বেই আমি আমার সিদ্ধান্ত স্থীর করে ফেলেছি। এখন আর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

শেষবারের মত ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন- 'একান্ত যদি আপনাকে যেতেই হয়, তাহলে আমি বাধা দিয়ে রাখতে পারব না। তবে মেহেরবানী করে মহিলা ও শিশু-বাচ্চাদের অন্ততঃ সাথে নিয়ে যাবেন না। আমার আশংকা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আপনাকে হযরত উসমান 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মত ছেলে-সন্তানদের সামনে নিহত হতে না হয়।'

দ্বীনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অবশেষে হিজরী ৬০ সনের জিলহজ্জ মাসের তিন কারো কারো মতে আট তারিখে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কা থেকে কূফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ সময়ে ইয়াযীদ কর্তৃক নিয়োজিত মক্কার গভর্ণর ছিলেন 'আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল 'আস। তিনি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কূফা যাত্রার সংবাদ শুনে কিছু লোক দিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'-কে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে নিজের মঞ্জিল পানে দৃঢ় পদে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর নবী (সঃ) ভক্ত, আরবের সুপ্রসিদ্ধ কবি ফারায্‌দাকের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়ে গেল। তিনি ইরাক থেকে আসছিলেন, মক্কায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'-কে দেখে প্রশ্ন করলেম- 'কোন দিকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন?'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন- 'কূফাবাসীর অবস্থা কেমন দেখে আসলেন?'

উত্তরে তিনি তার কাব্যের ভাষায় বললেন- 'আপনি এমন লোককে জিজ্ঞেস করেছেন- যে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কূফাবাসীর ভালবাসার জগতে আপনি 'সম্রাট' হয়ে আছেন। কিন্তু তাদের তরবারী বনী উমাইয়াদের পক্ষেই খাপমুক্ত হয়েছে। মানুষের ভাগ্যের নির্ধারণ হয় উপর থেকে, তা কেউ খণ্ডাতে পারে না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।'

তার কথা শুনে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন- 'তুমি সত্যই বলেছ, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলাই সকল ক্ষমতার আঁধার। তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়ে থাকে। তিনি যখন যা খুশী নির্দেশ প্রদান করে থাকেন। অতএব ভাগ্য যদি আমার অনুকূলে লেখা হয়ে থাকে, তো আল্লাহ'র শোকর। আর তাক্বদীরের ফয়সালা যদি আমার প্রতিকূলে হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তার পরিণাম আমাকে দিবেন।' এ কথা বলে তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কূফা যাত্রা সম্পর্কে সংবাদ শুনামাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' একটি চিঠি লিখে নিজের ছেলের মাধ্যমে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট প্রেরণ করলেন।. পত্রের বিষয়বস্তু ছিল-

'আমি আপনাকে আল্লাহ'র দোহাই দিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি, আমার এই পত্র প্রাপ্তির সাথে সাথে আপনি মক্কায় ফিরে আসুন। আপনার মঙ্গল কামনা করি বলেই আমি এই পরামর্শ দিচ্ছি। জেনেশুনে আপনি পরিবার-পরিজনসহ নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। খোদা না করুন! আপনার তিরোধানের পর পৃথিবী আঁধারে ডুবে যাবে। বর্তমানে একমাত্র আপনিই আমাদের দিশারী, আমাদের পথ-প্রদর্শক ও আমাদের গর্ব। আপনাকে অবশ্যই এ ব্যাপারে খুব ভেবে-চিন্তে স্থীর মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখনও সময় আছে, বিষয়টি আপনি পুনরায় বিবেচনা করে দেখুন। খুব স্বল্প সময়ের মাঝেই আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসছি।'

এদিকে তিনি মক্কার গভর্ণর আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল 'আস-এর নিকট গিয়ে বললেন- 'আপনি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নামে

একটি লিখিত নিরাপত্তানামা পাঠিয়ে দিন, এবং তাতে এ কথাও উল্লেখ করবেন যে, আপনি পুনরায় মক্কায় ফিরে আসলে আপনার সাথে আগের মতই নম্র ও ভদ্রসূলভ ব্যবহার করা হবে।

মক্কার গভর্ণর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পরামর্শ অনুযায়ী নিরাপত্তানামা লিখে দিলেন এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে ফিরিয়ে আনার জন্য নিজের ভাই ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদকেও পাঠিয়ে দিলেন। পথে তারা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে মিলিত হয়ে গভর্ণরের পত্র দেখিয়ে তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন। বহু পীড়াপীড়ির পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাদেরকে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন–

'আমি নানাজানকে স্বপ্নে দেখেছি– স্বপ্নে তিনি আমাকে একটি নির্দেশ দিয়েছেন। শুধুমাত্র নানাজানের ঐ নির্দেশটি পালন করার জন্যই আমি সেখানে যাচ্ছি। আর এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আমার উপর যত ঝড় ঝাপটাই আসুক, আমি তা বরদাশ্‌ত করে যাব।'

তারা প্রশ্ন করলেন– স্বপ্নের ঐ নির্দেশটি কি আমরা জানতে পারি?'

উত্তরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন–

'এ পর্যন্ত আমি সে স্বপ্নের কথা কাউকে বলিনি। ভবিষ্যতেও কাউকে বলার ইচ্ছা আমার নেই এবং আল্লাহ'র কাছে ফিরে যাবার আগে কাউকে আমি স্বপ্নের সে নির্দেশটি বলব না।' (১)

১। আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৭৫-২৭৭
তারীখে তাবরী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৬-২৯২
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫৯-১৬৭

হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রস্তুতি
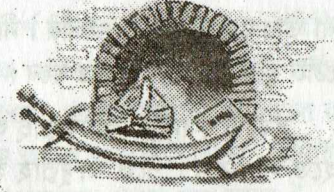
হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কূফা আগমনের সংবাদ ইবনে যিয়াদ জানতে পারল, তখন সে তার সেনাবাহিনী প্রধান হাসীন ইবনে নুমাইরকে কাদেসিয়া পাঠিয়ে দিল যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। এদিকে 'হাজির' নামক স্থানে পৌঁছে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' কূফাবাসীর উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে কায়স ইবনে মুসহির-এর মারফত পাঠিয়ে দিলেন। পত্রে তিনি তাঁর কূফায় আগমনের সংবাদ এবং যে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে কূফাবাসী তাঁকে আসতে বার বার আমন্ত্রণ জানিয়েছে তার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কথা লিখে দিলেন।

কায়স ইবনে মুসহির পত্র নিয়ে কাদেসিয়ায় পৌঁছা মাত্রই ইবনে যিয়াদের সৈন্যরা তাকে বন্দী করে গভর্ণর হাইজের সামনে হাজির করল। ইবনে যিয়াদ কায়সকে গভর্ণর হাউজের ছাদে উঠিয়ে বলল– 'তুমি হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালী দাও, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর বা ভর্ৎসনা করে কথা বল। (নাউযুবিল্লা) তাহলে তোমাকে ক্ষমা করে দিব। তোমার কোন শাস্তি হবে না।'

কায়স ছাদের উপর চড়ে হামদ ছানা পাঠ করার পর উচ্চস্বরে দ্রুত এক ভাষণে বললেন– হে কূফাবাসী! বর্তমানে আল্লাহ'র সৃষ্টির সবচেয়ে সেরা ব্যক্তি হুসাইন ইবনে আলী 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' বার্তাবাহক হিসাবে আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এখন তিনি 'হাজির' নামক স্থানে অবস্থান করছেন। তোমরা তাঁর অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে যাও।'

অতঃপর তিনি ইবনে যিয়াদকে লক্ষ্য করে ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপের ভাষায় অনেক কথা বললেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসের পরিমাণ দেখে ইবনে যিয়াদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল এবং পাষণ্ডের মত নির্দেশ দিল, তাঁকে ছাদ থেকে নীচে

ফেলে দেয়ার। ইবনে যিয়াদের এ নির্দেশ পালন করতে সামান্য হাতও কাঁপল না তার পোষা কুকুর গুলোর। নীচে পড়ে গিয়ে কায়স শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোঁট ছুয়ালেন বড় নিশ্চিন্ত মনে।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' অব্যাহত গতিতে কূফার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে আব্দুল্লাহ ইবনে মুতি নামক এক ব্যক্তির সাথে সক্ষাৎ হলে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'-কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনার তরে আমার পিতা মাতা উৎসর্গ হোক। আমি কি জানতে পারি আপনার গন্তব্য কোন দিকে?'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' স্বীয় গন্তব্যের কথা জানালে তিনি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আরয করলেন–

'হে রাসূল তনয়! আমি আপনাকে আল্লাহ এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি, আপনি আপনার সংকল্প পরিহার করুন। আপনি বনু উমাইয়াদের থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনার সংকল্প ত্যাগ করুন। নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তারা আপনাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবে না। ক্ষমতার লোভে তারা পারে না এমন কোন কাজ নেই। আল্লাহ'র শপথ! তাদের হাতে আপনি নিহত হলে পৃথিবীতে তাদের দৌরাত্ব আরো শত গুণে বেড়ে যাবে। তাদের হুঁশিয়ার করার মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব আর খোঁজে পাওয়া যাবে না। তারপর কারো কথায় তারা তোয়াক্কা করার প্রয়োজন বোধ করবে না। আপনার 'বাঁচা মরা'র উপর নির্ভর করছে আরব তথা মুসলিম বিশ্বের মান মর্যাদার অস্তিত্ব। উমাইয়াদের হাতে আপনার মহামূল্যবান জীবন বিলিয়ে দিবেন না।' কিন্তু হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তার কথায় প্রভাবিত না হয়ে কূফার দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

হযরত মুসলিম ইবনে আকীলের অছিয়ত অনুযায়ী মুহাম্মাদ ইবনে আশ'আছ যে পত্র পাঠিয়েছিল, তা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট পৌঁছলে তিনি মুসলিম ইবনে আকীলের মর্মান্তিক শাহাদাতের সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।

এই হৃদয় বিদারক ঘটনার সংবাদ জানতে পেরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথী-সঙ্গীরা পরামর্শ দিলেন– 'এই নাজুক পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়াটাই আমাদের জন্য সবদিক থেকে ভাল হবে। কূফায় এখন আর আমরা কোন সাহায্যকারী পাব না। হাওয়া এখন আমাদের প্রতিকূলে বইছে। যারা আমাদের আগমনের আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তারাই এখন খোলা তরবারী হাতে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়ে আছে।'

কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীলের আত্মীয়-স্বজন ইস্পাত দৃঢ় মনোবল নিয়ে বললেন– 'আল্লাহ'র শপথ! আমরা মুসলিম ইবনে আকীলের হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ঘরে ফিরব না। এতে যদি আমাদের জীবন চলে যায়, তাতে আমাদের কোন পরোয়া নেই। যে কোন মূল্যে এ হত্যার প্রতিশোধ আমরা নেব-ই।'

পরিস্থিতির নিরিখে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' স্পষ্টতই বুঝতে পারলেন– তিনি যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ বিপদ সংকুল পথে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, তা সফল হওয়ার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীলের করুণ ও মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের অবিচলতা ও প্রতিশোধ স্পৃহা দেখে তিনি বললেন– 'এখন আর জীবনের মায়ায় ফিরে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। কি হবে এই লাঞ্চনাকর জীবন রেখে?'

এ সময় সাথীদের কয়েকজন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'-কে এই বলে উৎসাহিত করল যে–আপনার সাথে মুসলিম ইবনে আকীলের তুলনা চলে না। কূফাবাসী মুসলিমের সাথে যে চরম দুর্ব্যবহার করেছে, সে ব্যবহার আপনার সাথে করার সাহস তাদের কোন দিনই হবে না। আপনার মান-মর্যাদা আর 'ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তারা আপনার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।'

যাবতীয় কারণে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বিরামহীন গতিতে কূফা অভিমুখে এগিয়ে চললেন। 'যুবালা' নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি করলেন। পথে বিভিন্ন স্থান থেকে লোক এসে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সফরসঙ্গী হতে লাগল। আর এতে ধীরে ধীরে কাফেলার লোক সংখ্যা

বৃদ্ধি পেতে লাগল। যুবালাতেও কিছু লোক এসে তাঁর সাথে কাফেলায় শরীক হল।

এ সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সকলের সামনে কূফার ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ রাখলেন। ভাষণে তিনি বললেন–

'হে আল্লাহ'র পথের সৈনিকগণ! কূফাবাসী আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে। সেখানকার যেসব লোক আমার নামে শপথ নিয়েছিল, যারা তাদের নেতৃত্বভার নেয়ার জন্য আমাকে বার বার আহ্বান করেছিল, যারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করার দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিল, তারাই আজ ইয়াযীদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। শহীদ করেছে মুসলিম ইবনে আকীল ও হানীসহ কয়েকজন খাঁটি মু'মীন মুসলমানকে। এখন সেখানে আর আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে কেউ এগিয়ে আসবে না বরং খোলা তরবারী হাতে মুকাবিলায় এগিয়ে আসবে। এখন তোমরা ভেবে দেখ! যার খুশী আমার সাথে থাকতে পার। আর ইচ্ছা হলে চলেও যেতে পার। আমি কাউকে কিছু বলব না। কারো প্রতি অসন্তোষও প্রকাশ করব না।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র এ ভাষণ শুনে পথে এসে যারা যোগ দিয়েছিল, এক এক করে তারা সবাই চলে গেল। শুধু মক্কার সাথীদের নিয়ে তিনি সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এখান (যুবালা) থেকে কিছুদূর চলার পর 'আসাবা' নামক স্থানে পৌঁছে এক আরবীর সাক্ষাৎ পেলেন। আরব্য এই ব্যক্তি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে খোদার শপথ দিয়ে বলল–

'আল্লাহ'র দোহাই লাগে, আপনি মক্কায় ফিরে চলুন। কূফাবাসী খোলা তরবারী, বিষাক্ত তীর আর ধারাল বল্লম নিয়ে আপনাকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছে। কূফাবাসী তাদের শাসনকর্তাদের নগর থেকে বের করে দিতে পারেনি। পারেনি তাদের হত্যা করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। তারা কিছুই পারেনি। যদি তারা তা পারত , তবে আপনার সেখানে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হত । কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার জন্য সেখানে যাওয়া মোটেই উচিৎ হচ্ছে না।'

তার কথার উত্তরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'তুমি আমাকে যা কিছু বললে, এর একটি কথাও আমার অজ্ঞাত নয়। সবকিছু জানার পরই আমি সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি। ভাগ্যে যা লিখা আছে তা কে খণ্ডাতে পারে? বল!' (১)
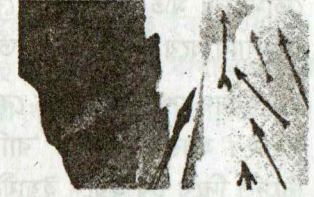
হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর মুখোমুখি হুর ইবনে ইয়াযীদ

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সংগী-সাথীদের নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। দুপুরের দিকে হঠাৎ দিগন্ত রেখায় কুয়াশার ন্যায় ঝাপসা কিছু একটা লক্ষ্য করা গেল। প্রথম নজরে কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু গভীর দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করে বুঝা গেল যে, একদল অশ্বারোহী খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সাথীদের পাশের পাহাড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললেন। প্রস্তুতি চলছে, এরই মাঝে হুর ইবনে ইয়াযীদের নেতৃত্বে 'এক হাজার'-এর এক বিরাট অশ্বারোহী সৈন্যদল হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে মুকাবিলা করার জন্য তাঁদের বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করল। ইয়াযীদের সেনাবাহিনী প্রধান হাসীন ইবনে নুমাইর কাদেসিয়া থেকে এই সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছিল। উভয় দল প্রস্তুতি নিতে নিতে যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আযান দেয়ার নির্দেশ দিয়ে সকলকে নামাযের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। কিছুক্ষণের ভিতর সকলে নামাযের জন্য এক জায়গায় জমায়েত হয়ে গেল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি কূফায় আগমনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বললেন–

১। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৬৭-১৬৯
তারীখে তাবরী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৮-৩০১
আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড-৩ ,পৃষ্ঠা-২৭৭-২৭৮

'স্বেচ্ছায় আমি এখানে আসিনি। তোমাদের অগণিত চিঠি-পত্র আর বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের আহ্বানের প্রেক্ষিতেই এখানে এসেছি। তোমাদের পক্ষ থেকে আমাকে জানান হয়েছে- তোমাদের কোন নেতা নেই। আমাকে নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছ বলেই আমার আগমন। এখন যদি তোমাদের মত পরিবর্তন হয়ে থাকে, আমার আগমন যদি তোমাদের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে, তবে তোমরা বল, আমি মক্কায় ফিরে যাই।'

ভাষণ শেষ হলে কেউ কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল না। নিশ্চুপ বসে রইল সবাই। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মুয়াজ্জিনকে ইক্বামত দেয়ার নির্দেশ দিয়ে হুর ইবনে ইয়াযীদকে উদ্দেশ্য করে বললেন- 'তুমি কি তোমার সৈন্যদের নিয়ে পৃথক জামাত করবে, না আমাদের সাথেই নামায পড়বে?'

হুর বলল- 'আমরা আপনার ইমামতিতেই নামায পড়ব।'

হযরত হুসাইন'রাযিয়াল্লাহু আনহু' নামাযের ইমামতি করলেন। উভয় পক্ষই তাঁর পিছনে নামায আদায় করল। নামাযের পর সবাই নিজ নিজ শিবিরে চলে গেল। অতঃপর আছরের নামাযের ইমামতিও হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' করলেন।

নামায শেষে সকলকে উদ্দেশ্য করে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি এখানে আসার যাবতীয় কারণ উল্লেখ করে খলীফা নির্বাচন ও খেলাফত পরিচালনার সত্যিকার হক্বদার কে? ইত্যাদি বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করলেন।

এসময় হুর ইবনে ইয়াযীদ বলে উঠল- 'আপনার নিকট চিঠি-পত্র প্রেরণ সম্পর্কিত কোন খবর আমাদের জানা নেই।'

তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' চিঠিতে পরিপূর্ণ দুটো থলে বের করে তাকে দেখালেন।

পত্র দেখে হুর বলল- 'পত্র প্রেরণকারীদের মাঝে এখানে আমাদের কেউ নেই। আমার উপর কূফার গভর্ণর ইবনে যিয়াদের নির্দেশ রয়েছে, আপনাকে তার গভর্ণর হাউজে উপস্থিত করতে হবে। আমি তার নির্দেশ পালন করতে বদ্ধপরিকর। এখন যদি আপনি স্বেচ্ছায় আমাদের সাথে যেতে রাজি না হন,

তবে আমিও আপনার পিছু ছাড়তে রাজি নই।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন- 'মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি আমাকে ইবনে যিয়াদের নিকট হাজির করতে পারবে না।'

অতঃপর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করে সঙ্গীদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হুর ইবনে ইয়াযীদ বাধা হয়ে দাঁড়াল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বললেন- 'তুমি আমার পথে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা কর না। বল তো, তোমার ইচ্ছা কি? তুমি কি করতে চাও?'

উত্তরে হুর বলল- 'আমি চাই আপনাকে ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে যেতে।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন- আমি আগেই বলেছি- 'তোমার সাথে আমি তার কাছে যাব না।'

হুর উত্তর দিল- 'আমিও আপনার পিছু ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনাকে তার সামনে উপস্থিত করতে পারব।'

এমনিভাবে দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির এক পর্যায় হুর বলল- 'আপনার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ আমি পাইনি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনাকে কূফায় উপস্থিত করানোর জন্য। যতক্ষণ তা না পারব ততক্ষণ আপনার পিছে লেগে থাকতে হবে আমাকে।

অতএব আপনি মক্কা বা কূফার পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পথে অগ্রসর হোন। আপনার লক্ষ্য পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে আমি ইবনে যিয়াদের কাছে চিঠি লিখছি। আপনিও চিঠি লিখে বিষয়টি ইবনে যিয়াদ কিংবা ইয়াযীদের কাছে জানিয়ে দিন। এ পথে এগুলে হয়ত আল্লাহ এমন কোন পথ বের করে দিবেন, যার মাধ্যমে আপনার সাথে মুকাবিলা করে আপনাকে কষ্ট দেয়ার হাত থেকে আমি বেঁচে যাব।'

তার পরামর্শ মেনে নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' 'আযীব' এবং 'কাদেসিয়া'র রাস্তাকে পাশ কাটিয়ে বাম দিকে যাত্রার মোড় ঘুরিয়ে